KhatraAdibasiMahavidyalaya

Khatra,Bankura,WestBengal

Department of Geography

AcademicActivities

(2022-2023)

Academic Activitiy of the session 2022-2023

PARTICIPANTS	ACTIVITY
1st semester,3rd semester,5th semester students	EDUCATIONAL EXCURSION

Khatra Adibasi Mahavidyalaya

P.O.–Khatra : Dist. –Bankura : Pin– 722140 : West Bengal

Phone: 03243-299972 / 8900057220 E-mail:kacollege@rediffmail.com / khatraacollege@gmail.com

Website: www.kamv.ac.in

NAAC Accredited B+ (Second Cycle)

Ref. No.: .... Date: 14.12.2022

Khatra Adibasi Mahavidyalaya Estd-1979 Khatra, Bankura

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা মহাবিদ্যালয়ের প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম সেমেস্টারের ভূগোল বিভাগের সকল ছাত্র-ছাত্রীদের জানানো যায় যে, আগামী 16.12.2022 (শুক্রবার) তারিখ থেকে 18.12.2022 (রবিবার) তারিখ পর্যন্ত শিক্ষামূলক ভ্রমন (Educational Excursion) এর উদ্দেশ্যে সুন্দরবন পরিদর্শন করা হবে। এইজন্য 17.12.2022 (শনিবার) তারিখ প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম সেমেস্টারের ভূগোল বিভাগের সমস্ত ক্লাস বন্ধ থাকবে।

Principal
Khatra Adibasi Mahavidyalaya

Principal
Khatra Adibasi Mahavidyalaya
Khatra, Bankura

KhatraAdibasiMahavidyalaya

Khatra,Bankura,WestBengal

Field Survey Report by GeographyDepartment2022-2023

Studentsofthe GeographyDepartmentprepareda Field Survey Reporton'Field StudyatNarayanpur village, Namkhana C. D. block of south 24 pargana District .

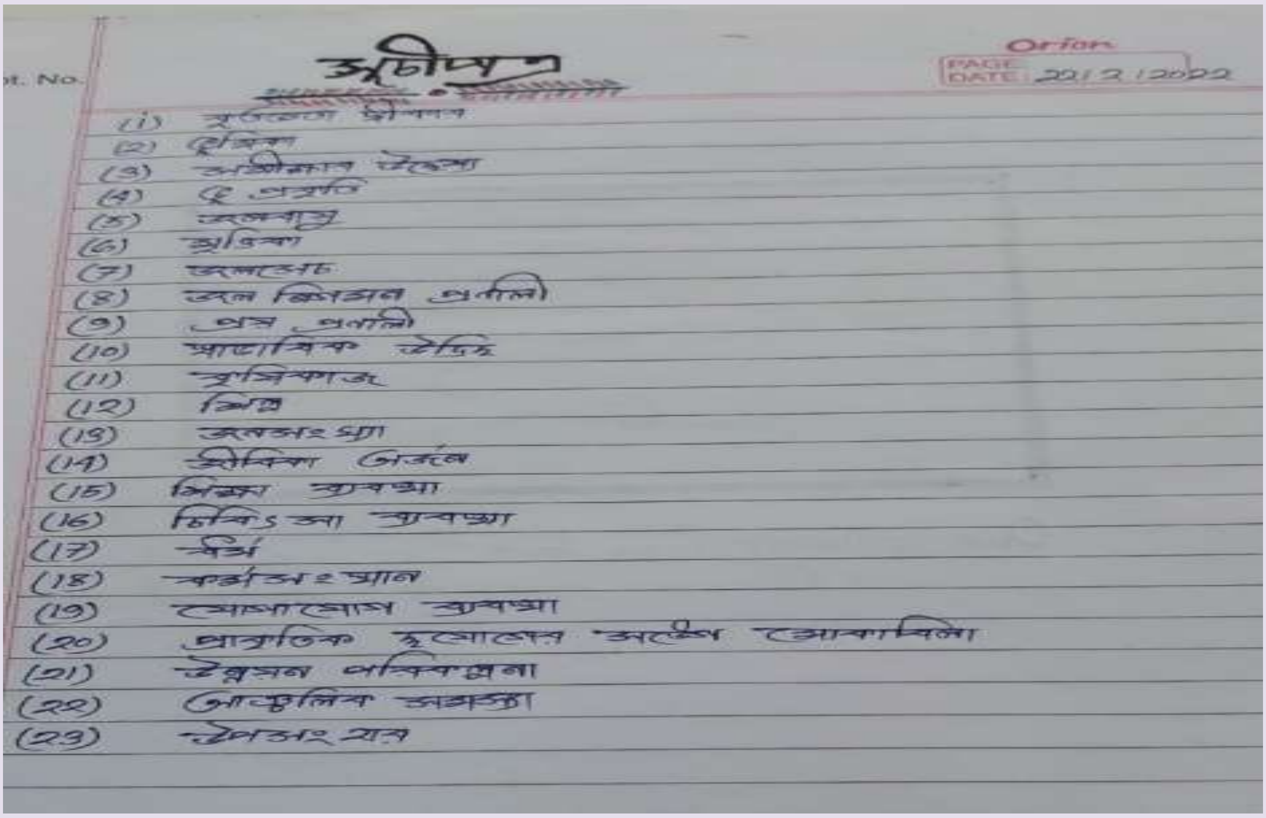

Orion
PAGE
DATE 22/2/2022

সূচীপত্র

(1) [illegible]
(2) ভূমিকা
(3) [illegible]
(4) ভূ প্রকৃতি
(5) জলবায়ু
(6) মৃত্তিকা
(7) জলসেচ
(8) জল নিকাশী প্রণালী
(9) [illegible] প্রণালী
(10) স্বাভাবিক উদ্ভিদ
(11) কৃষিকাজ
(12) শিল্প
(13) জনসংখ্যা
(14) জীবিকা অর্জন
(15) শিক্ষা ব্যবস্থা
(16) চিকিৎসা ব্যবস্থা
(17) ধর্ম
(18) কর্মসংস্থান
(19) যোগাযোগ ব্যবস্থা
(20) প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে মোকাবিলা
(21) উন্নয়ন পরিকল্পনা
(22) আঞ্চলিক সমস্যা
(23) উপসংহার

KHATRA ADIBASI MAHAVIDYALAYA
EXCURSION
AT SUNDARBAN
GPS Map Camera
Namkhana, West Bengal, India
Q65G+VJ, Namkhana, West Bengal 743357, India
Lat 21.759912°
Long 88.226802°
17/12/22 04:41 PM
Google

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

Orion
PAGE: 1
DATE: 22/12/2022

ঝাউদা আদিবাসী মহাবিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগ থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নারায়নপুর গ্রামের একটি তথ্য ভিত্তিক জরিপ কার্য করতে গিয়ে ভূগোল বিষয়ে বাস্তব জ্ঞানকে পর্যাপ্ত পরিমান আহোরণ করার চেষ্টা করেছি। এই কাজে যারা আমাদের বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছেন তারা হলেন আমাদের কলেজের প্রবীন শিক্ষক মহাশয় ড. নিত্যানন্দ পাত্র এবং আমাদের ভূগোল বিভাগের শিক্ষক শুভ্র ড. কৌশিক মন্ডল, উদয় কর্মকার, ও তপু কুমার মন্ডল। এছাড়া আমাদের মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ থেকে শিক্ষক আলোক ভৌমিক এবং শিক্ষিকা শ্রীরূপা ভট্টাচার্য আমরা ওনাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। আর যাদের কথা না বললেই নয় তারা আমার সহপাঠী। এক যোগে উদ্দেশ্য সুষ্ঠী পরিচালনায় সহায়তা করেছেন তারা, তাদের প্রত্যেকে ধন্যবাদ জানায়।

ইতি —
বিনীত
দেবশিখা মাহাত

তারিখ—
স্থান— ঝাউদা আদিবাসী মহাবিদ্যালয়

Teacher's Signature..........................

ভূমিকা

Orion
PAGE: 2
DATE: / /

আমরা খাতড়া আদিবাসী মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা 16.12.2022 তারিখে শুক্রবার রাত্রি নাগাদ আমাদের জরিপ এলাকা কুকুরবনের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। নির্দিষ্ট গ্রামে পৌঁছে আমরা দলগত ভাবে কুকুরবন গ্রামের আদিবাসীদের সঙ্গে গৃহভিত্তিক সমীক্ষা করে তাদের আর্থসামাজিক জীবিকা, শিক্ষা, ধর্ম, কর্মসংস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে তথ্য লিপিবদ্ধ করে এই প্রতিবেদন পেশ করছি।

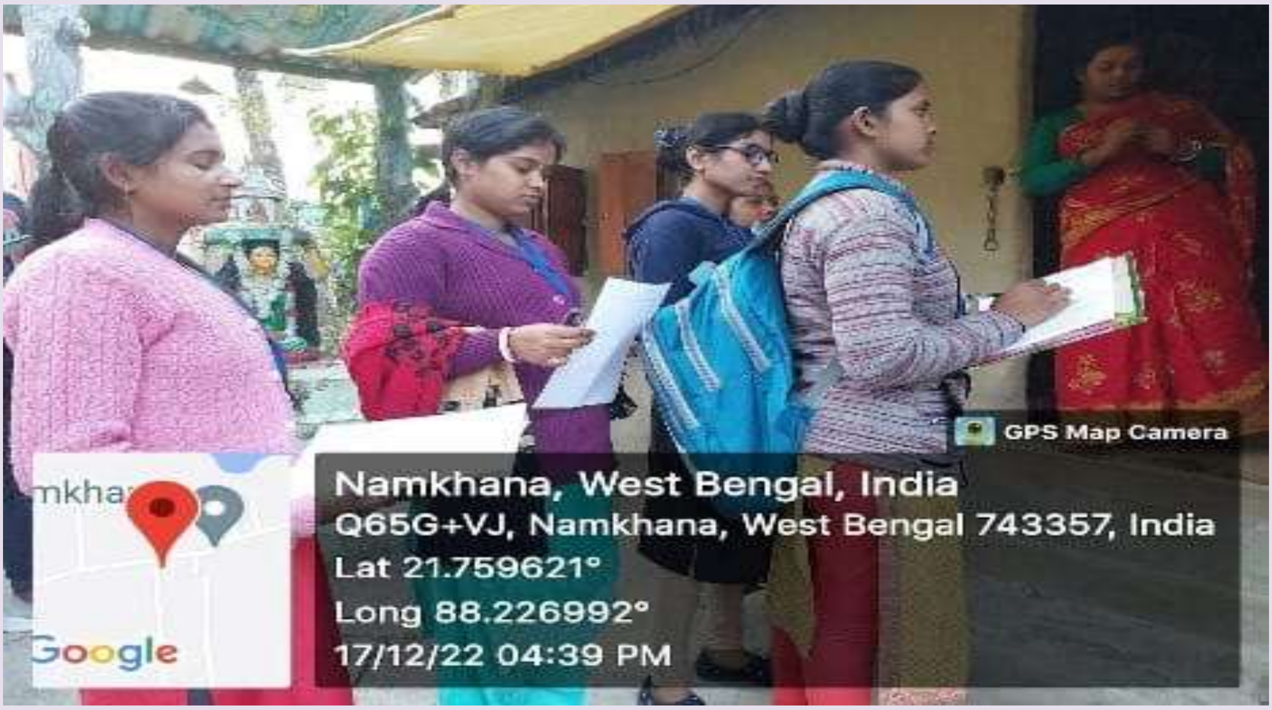

সমীক্ষার উদ্দেশ্য

Orion
PAGE: 3
DATE: / /

নিম্নোক্ত কারণগুলির জন্য আমরা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবন গ্রামের সমীক্ষা করি—

i) প্রাথমিকভাবে প্রত্যন্ত গ্রামের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ।

ii) অঞ্চলটি সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত সমস্যা সম্পর্কে ধারণা লাভ।

iii) ভৌগোলিক অঞ্চলটির প্রাকৃতিক ভূমিরূপ, নদ-নদী, মৃত্তিক জলবায়ু, স্বাভাবিক উদ্ভিদ, প্রভৃতি সম্পর্কে জানা।

iv) সুন্দরবন এলাকার কৃষির প্রকল্প সম্পর্কে ধারণা লাভ ও স্বচক্ষে দেখা।

v) এই এলাকার নদীতে জোয়ার ও ভাটার সম্পর্কে ধারণা লা ও স্বচক্ষে দেখা।

vi) সুন্দরবন এলাকার ম্যানগ্রোভ অরণ্যের সম্পর্কে ধারণা লা স্বচক্ষে দেখা।

vii) সর্বোপরি ভূগোল বিভাগের সমীক্ষা সম্পর্কিত একটি প্রত অভিজ্ঞতালাভ ও আগামী পরীক্ষার বিশেষ প্রস্তুতি।

সমীক্ষার উদ্দেশ্য

Orion
PAGE: 9
DATE: / /

নিম্নোক্ত কারণগুলির জন্য আমরা দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সুন্দরবন গ্রামের সমীক্ষা করি—

i) প্রাথমিকভাবে প্রত্যক্ষ গ্রামের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ।

ii) অঞ্চলটি সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত সমস্যা সম্পর্কে ধারণা লাভ।

iii) ভৌগোলিক অঞ্চলটির প্রাকৃতিক ভূমিরূপ, নদ-নদী, মৃত্তিকা, জলবায়ু, স্বাভাবিক উদ্ভিদ, প্রভৃতি সম্পর্কে জানা।

iv) সুন্দরবন এলাকার কৃষির প্রকল্প সম্পর্কে ধারণা লাভ ও স্বচক্ষে দেখা।

v) এই এলাকার নদীতে জোয়ার ও ভাটার সম্পর্কে ধারণা লাভ ও স্বচক্ষে দেখা।

vi) সুন্দরবন এলাকার ম্যানগ্রোভ অরণ্যের সম্পর্কে ধারণা লাভ স্বচক্ষে দেখা।

vii) সর্বোপরি ভূগোল বিভাগের সমীক্ষা সম্পর্কিত একটি ভ্রমণে অভিজ্ঞতালাভ ও আগামী পরীক্ষার বিশেষ প্রস্তুতি।

সমীক্ষিত এলাকার ভারতে মানচিত্র

* মৌজা: সুন্দরবন * ব্লক: নামখানা * জেলা: দক্ষিণ 24 পরগনা

এলাকা সম্পর্কে কিছু তথ্য

- অবস্থান – 22°30'45"–20°29' N / 89°1'56"–88°3' 15" E
- সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা – 0-5 মি.
- ভূ-প্রকৃতি – সমতল।
- গড় উচ্চতা – 0.5 মি.।
- গড় বৃষ্টিপাত –
- জলবায়ুর প্রকৃতি – উষ্ণ আর্দ্র মৌসুমি জলবায়ু
- স্বাভাবিক উদ্ভিদ – ম্যানগ্রোভ।
- নিকটবর্তী নদী – হাটানিয়া দোয়ানিয়া
- প্রধান জীবিকা – মৎস্য চাষ।
- মৃত্তিকার প্রকৃতি – পলি মাটি।
- নিকট শহর – নামখানা।
- কৃষিকাজ – উন্নত।
- সমীক্ষিত জনসংখ্যা – 50 জন।
- সাক্ষরতার হার – 100%.
- প্রধান স্বাস্থ্যকেন্দ্র – নামখানা।
- জীবিকা – ব্যবসা, মৎস্য চাষ।
- বিদ্যালয় – [illegible] নামখানা বাজার সি. এস. এস. পি. স্কুল।
- পানীয় জলের উৎস – নলকূপ।
- দর্শনীয় স্থান – সুন্দরবন এলাকা।

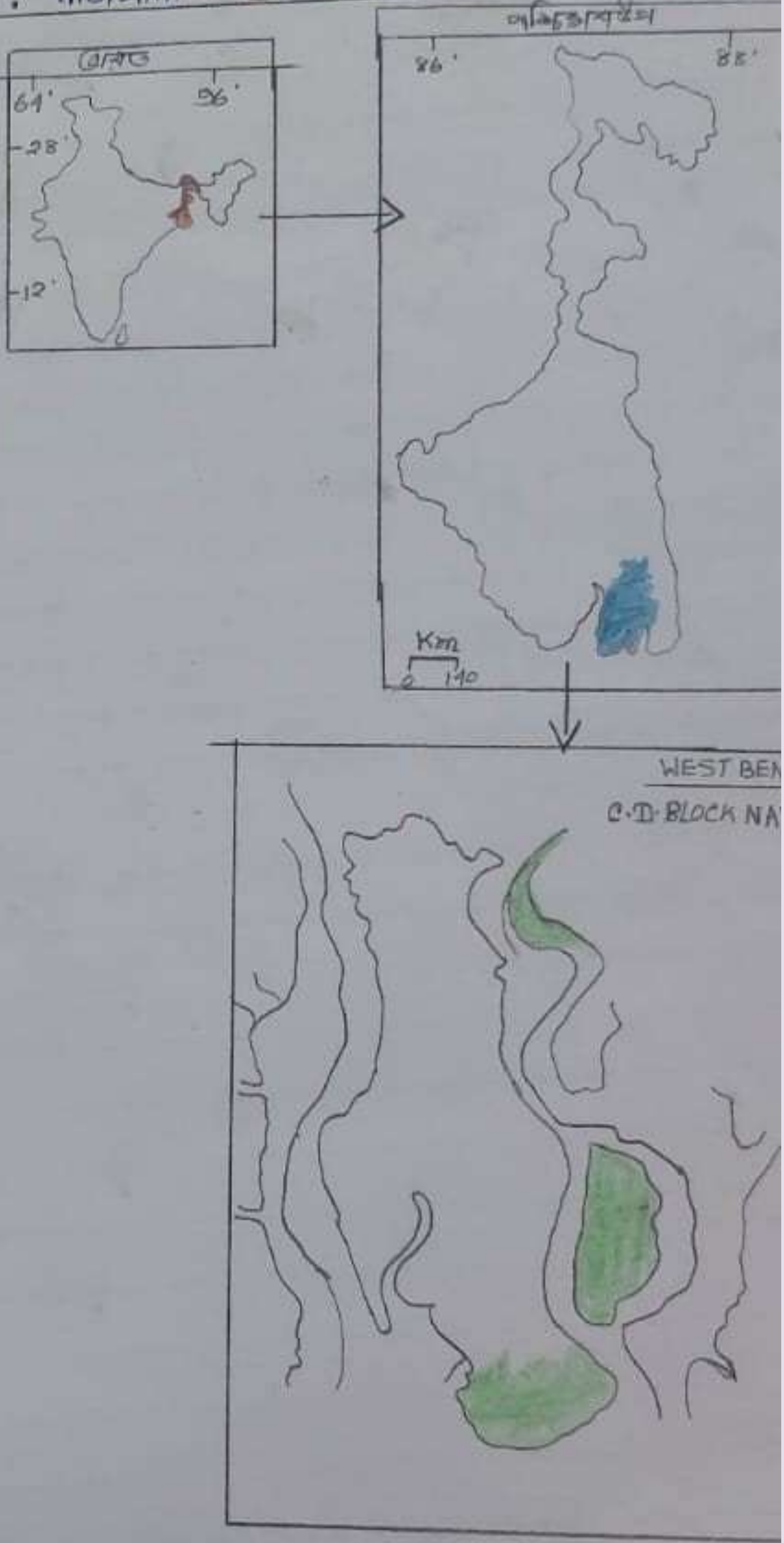

ভূ-প্রকৃতি

01

Orion
PAGE: 1
DATE: / /

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের সংলগ্ন অংশে সবুজ অরণ্য ও দ্বীপময় সুন্দরবনের অবস্থান। এই অঞ্চলটি পুরোপুরিভাবে সক্রিয় ব-দ্বীপ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। তাই এখানে বদ্বীপ গঠনের কাজ এখনও চলছে। সুন্দরবন অঞ্চলের উপর দিয়ে অসংখ্য নদ-নদী খাঁড়ি সৃষ্টি করে সমুদ্রে মিশেছে। সমুদ্রের মোহনার অংশে নদী বাহিত পলি জমে চর বা ব-দ্বীপের আকারে নতুন ভূমিখণ্ডের সৃষ্টি হয় এবং পরবর্তীকালে চর বা দ্বীপের পরস্পর যুক্ত হয়ে অবিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডে পরিণত হয়। এই জন্য সুন্দরবন অঞ্চলটি ক্রমশ দক্ষিণে বিস্তৃত হয়ে আয়তে বেড়ে যাচ্ছে। নদীগর্ভ ছাড়া সুন্দরবনের সমস্ত অংশই সমতল ও জলাভূমি। সমুদ্রতল থেকে এর গড় উচ্চতা আ ৩-৪ মিটার। জোয়ারের সময় সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলের তলায় ডুবে যায় এবং কর্দমময় ভূমির সৃষ্টি করে।

জলবায়ু

দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানা ব্লকের অন্তর্গত সুন্দরবন অঞ্চলে জুন থেকে অক্টোবর মাসগুলিতে আপেক্ষিক আর্দ্রতা বেশি এবং ফেব্রুয়ারিতে অনেকটা কম। এখানে সর্বাধিক উষ্ণতা ৩৪°-২১°C এবং সর্বনিম্ন উষ্ণতা ৩২.৪°C পর্যন্ত হয়ে থাকে। সুন্দরবনের বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১৬৪০-2000 মিলিমিটার। আর্দ্র প্রকৃতির জলবায়ু বিরাজ করে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সুন্দরবনের ব্যাপক ক্ষতি হয়। যেমন- জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

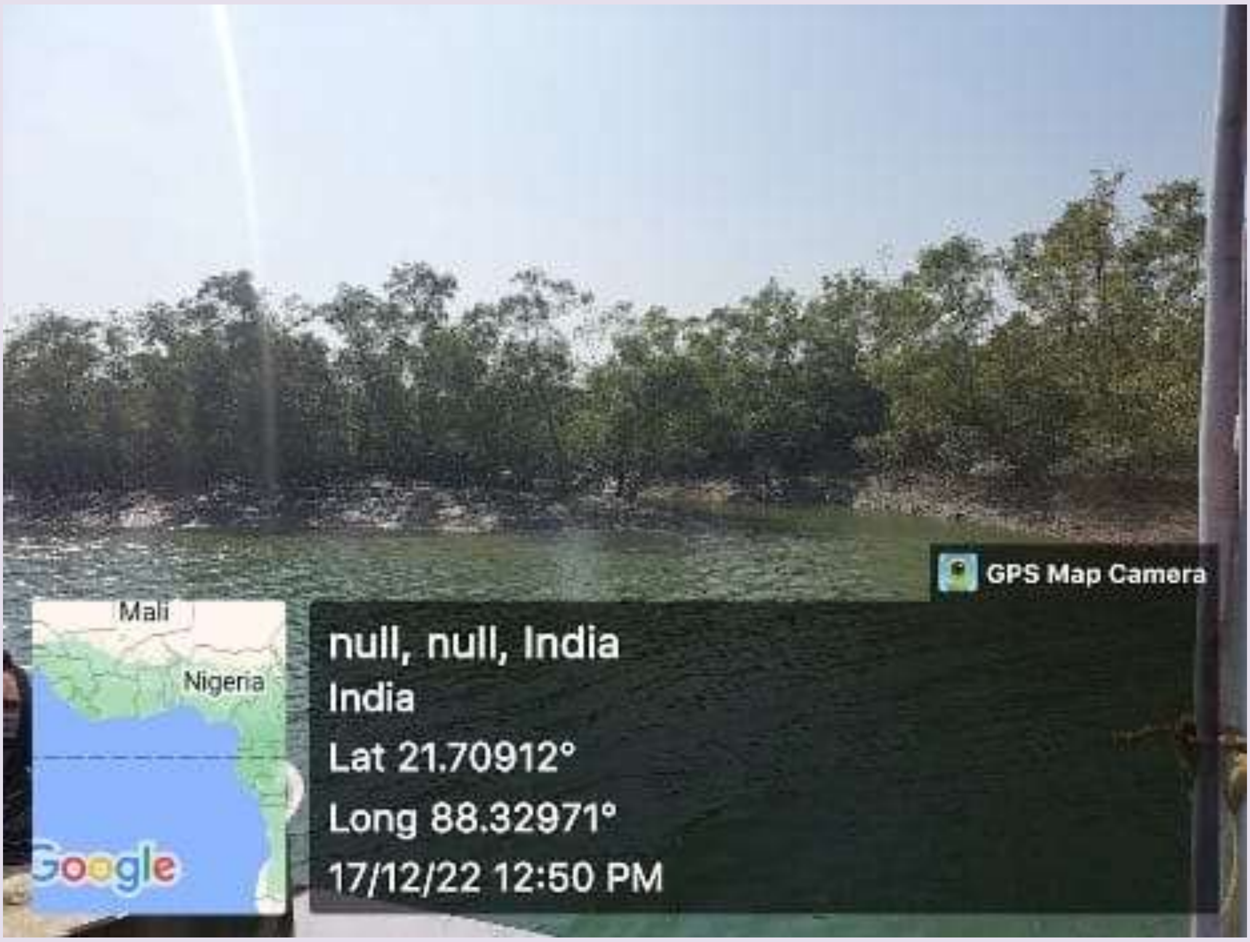

মৃত্তিকা

সুন্দরবনের মৃত্তিকা পলিযুক্ত দোআঁশ মাটি। জোয়ার-ভাটার কারণে এখানে পলি পড়ে। সুন্দরবনের নদীতে বয়ে আসা পলি জমে এই অঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সমুদ্র জলের প্রভাবে এখানকার মাটি নোনা। এখানে কাদামাটি, দো-আঁশ মাটি, বেলেমাটি প্রভৃতি দেখতে পাওয়া যায়। তবে দো-আঁশ মাটি চাষের পক্ষে খুব উপযুক্ত। নোনা জমিকে উদ্ধার করে চাষের কাজে লাগানো এই অঞ্চলের একটি সমস্যা। সুন্দরবন অঞ্চলের নদ-নদীগুলির জল লবণাক্ত হওয়ায় সেচের কাজে লাগে না। জমিতে 'ঘের বাঁধ' দিয়ে বৃষ্টির জল ধরে আবীস্নতি কৃষিকাজ করা হয়। মাটিতে প্রচুর পরিমাণে সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl) জাতীয় লবণ থাকে। সমুদ্রোপকূলভাগে বেলে মাটি রয়েছে। ম্যানগ্রোভ অঞ্চলে মৃত্তিকার উপরিভাগে ধূসর কৃষ্ণ মৃত্তিকা। মৃত্তিকা নবীন। এতে চুন, O_2, N_2 এর পরিমাণ কম, হিউমাস ও পটাশের পরিমাণ বেশি। pH এর পরিমাণ প্রায় 8 হওয়ায় সামান্য ক্ষারধর্মী।

No.

Orion

PAGE: 7
DATE: / /

জলসেচ

দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন এলাকায় নারায়নপুর গ্রামে অভিজ্ঞতা করতে গিয়ে আমরা দেখি এই মৎস চাষ প্রধান অঞ্চলে ও কৃষি প্রধান অঞ্চলে কর্মের উন্নত হওয়ার কারনে এখানকার জলসেচ ব্যবস্থা খুবেই উন্নত প্রকৃতির। বর্ষাকালে বৃষ্টির জল ছাড়া অন্য সময়ে নদীর জলে ও জলাশয় বা নলকূপের সাহায্যে এখানে সেচ কার্য করা হয়। আসলে নদীর জল ব্যবহার কারনে সারাবছর নানা-রকম শাকসবজির চাষ হয়ে থাকে। এই এলাকাতে নদী থাকার কারনে স্থানিয় গ্রামের মানুষদের খুবেই সুবিধা হয়।

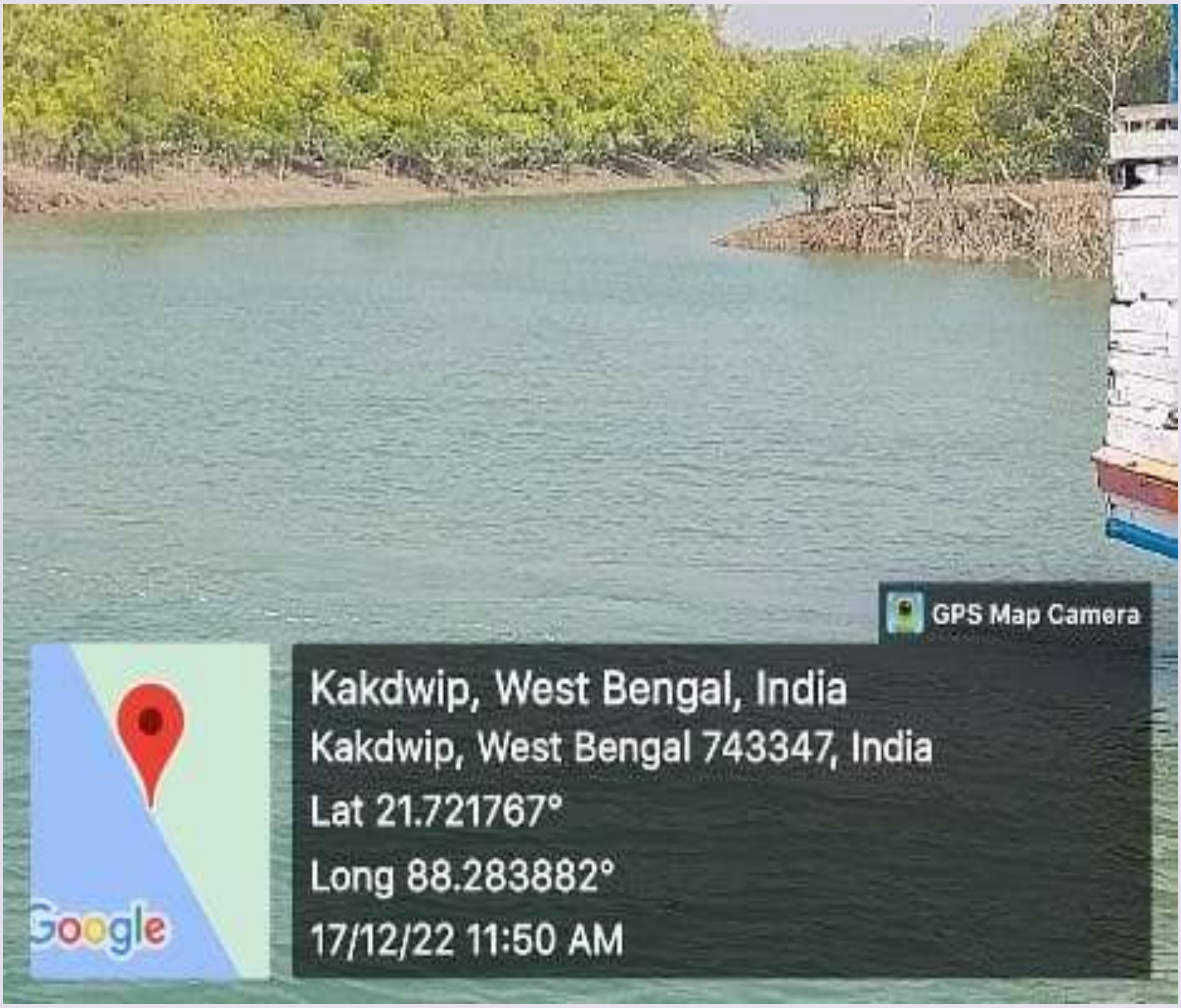

Orion

PAGE: 8
DATE: / /

জল নির্গমন প্রণালী

মানচিত্রের উত্তরে রয়েছে হাটানিয়া দোয়ানিয়া নদী। এই নদীর পাশেই অবস্থিত নারায়ণপুর গ্রামটি। এখানে নদীর অবস্থিতি রয়েছে ঠিকই, গ্রামপুর আর, জলনালেখা। এখানে জলের অবস্থিতি রয়েছে। 1,80,628 বর্গকিমি জুড়ে। বন্যা প্রবণ এলাকা রয়েছে 37,512 বর্গকিমি আর অরক্ষিত এলাকা রয়েছে 35,980 বর্গকিমি। বাকি বন্যা প্রতিবেদন 2017 সাল ও জলপথ অধিদপ্তর। এই জেলায় যে যে নদী গুলি রয়েছে সেগুলি হলো- রায়মঙ্গল নদী, সপ্তমুখী নদী, দুগালি নদী, বিদ্যাধরী নদী, ঠাকুরান নদী আর পিয়ালী নদী। এদের মধ্যে সব থেকে কাছে রয়েছে সপ্তমুখী নদীটি। এই নদী ঠাকুরান এবং এর আশেপাশে একটি জোয়ারের মোরতা নদী আর এই গ্রামের পাশে গ্রামের মধ্যে ছোটো ও বড়ো জলাশয় দেখতে পাওয়া যায়। তাই এই গ্রামের অধিবাসীরা তাদের বিভিন্ন কাজের জন্য জলের অভাব ঘটেনা

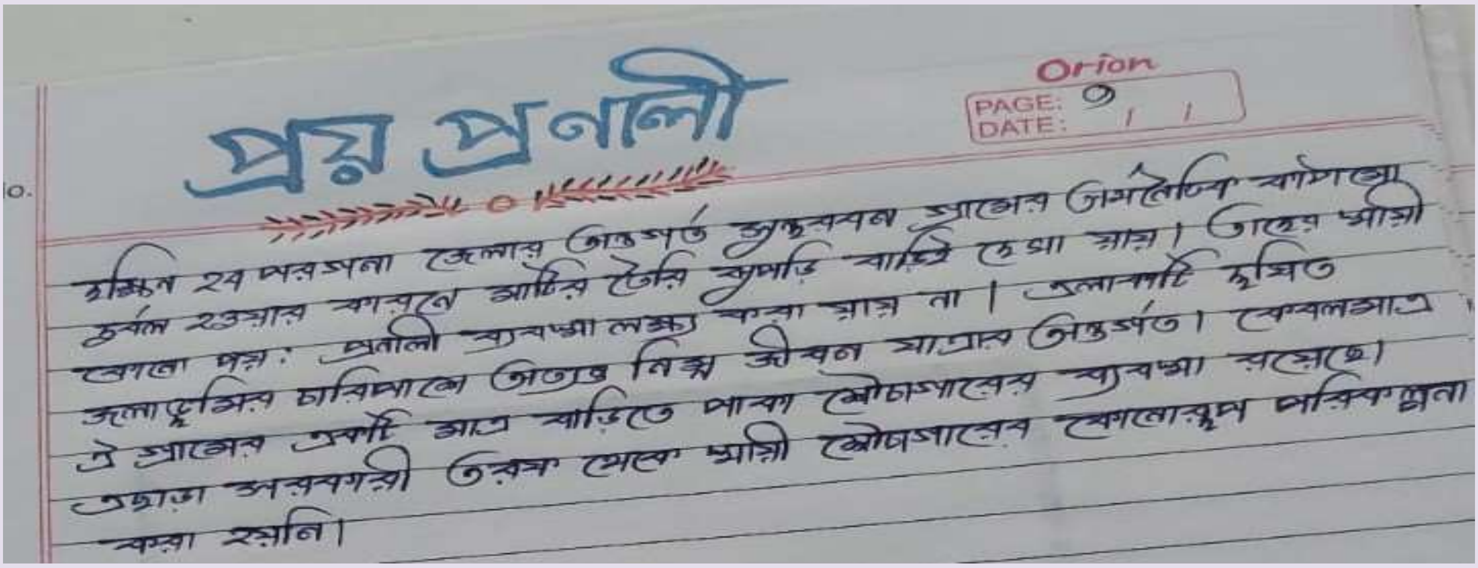

Orion

PAGE: ৭

DATE: / /

প্রয় প্রণালী

দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত সুন্দরবন গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থা দুর্বল হওয়ার কারনে মাটির তৈরি কুঁড়ে বাড়ি দেখা যায়। তাদের স্থায়ী কোনো পয়: প্রণালী ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায় না। জলাশয়টি দূষিত জলাভূমির চারিপাশে অত্যন্ত নিম্ন জীবন যাত্রার অন্তর্গত। কেবলমাত্র ঐ গ্রামের একটি মাত্র বাড়িতে পাকা শৌচাগারের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া সরকারী তরফ থেকে স্থায়ী শৌচাগারের কোনোরূপ পরিকল্পনা করা হয়নি।

স্বাভাবিক উদ্ভিদ

Orion PAGE: 10 DATE: / /

সুন্দরবন জঙ্গলে উদ্ভিদের যে বৈচিত্র্য দেখা যায় পৃথিবীর অন্য কোনো বদ্বীপ জঙ্গলে তা দেখা যায় না। সুন্দরবনে প্রায় 300 প্রজাতির উদ্ভিদের সন্ধান পাওয়া গেছে, যেমন– সুন্দরী, গরান, গেঁওয়া, কেওড়া, গোলপাতা, প্রভৃতি। এইসব উদ্ভিদে শ্বাসমূল, ঠেসমূল ও জরায়ুজ অঙ্কুরোদ্গম লক্ষ্য করা যায়। সুন্দরবনে পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্যের বনভূমি গঠিত হয়েছে। ম্যানগ্রোভ হল সেই সকল গ্রীষ্মমণ্ডলীয় উদ্ভিদ যারা সমুদ্রতীর বা নদীর উপকূলভাগে ও বদ্বীপ জঙ্গলে জন্মায় এবং নিয়মিত ও পর্যায়ক্রমে জোয়ারের লবণাক্ত জল দ্বারা প্লাবিত হয়। সুন্দরবনে ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ ছাড়াও অন্যান্য বৃক্ষ, ঘাস, কাঁটাঝোপের উদ্ভিদ ও লতাপাতা জন্মায়।

কৃষিকাজ

জালালপুর গ্রামের প্রায় ৮৫ শতাংশ মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল। এই এলাকার মোট কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ ৩.০৫ লক্ষ হেক্টর। জমির গড় উৎপাদনও ছিল খুবই কম। কেবল আমন ধানের চাষই ছিল একমাত্র ফসল। অন্যদিকে অত্যাধিক বৃষ্টিপাতের ফলে চাষের জমিতে জলের চাপ ও সেই সঙ্গে নদীর বুকে পলি জমার কারণে স্বাভাবিক নিকাশি ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। ১৯৭৮-৭৯ এর সমীক্ষা অনুযায়ী সুন্দরবনের পরিকাঠামো ছিল খুবই অনুন্নত। বিশেষত যোগাযোগ ব্যবস্থা, সেচ ও নিকাশির ব্যবস্থা এই এলাকার পক্ষে ছিল একান্তই অপ্রতুল। এছাড়াও উচ্চ জমিতে খেঁসারী, পাট, তামাক ও শাক-সবজীর চাষ হয়। ধানের একর প্রতি উৎপাদন কম। উচ্চফলনশীল বীজ, রাসায়নিক ও জৈব সার ও কীটনাশক দ্রব্যাদির ব্যবহার করা যায় না।

শিল্প

Orion
PAGE: 12
DATE: / /

সুন্দরবন কৃষি পণ্য এবং বনজ ও মৎস সম্পদে সমৃদ্ধ হলেও শিল্পে অনুন্নত। সেই জন্য বেকার সমস্যার সমাধান এবং আদিবাসীদের জীবনধারণের মানের উন্নয়নের জন্য এই অঞ্চলে পরিবেশসম্মত ব্যবসার উন্নয়ন ও প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদের সার্থক ব্যবহার দ্বারা শিল্পের উন্নত প্রয়োজন। এছাড়াও এই অঞ্চলের প্রধান শিল্প বলতে পর্যটন কেন্দ্র সুন্দরবন রয়েছে। এই বৈচিত্র্যময় স্থানটিতে বহু দূর দূরান্ত থেকে বহু পর্যটকরা দেখতে আসে।

জনসংখ্যা

জনসংখ্যা ৪০ লক্ষের বেশি। কিন্তু এর বেশির ভাগই স্থায়ী জনসংখ্যা নয়। সুন্দরবন গ্রামটির মোট জনসংখ্যা 9107 হলেও আমরা সমীক্ষা করে মোট 144 জন জনসংখ্যার উপর সমীক্ষা করেছি। এই 144 জন জনসংখ্যার মধ্যে দেখা যায় 51.92% পুরুষ ও 48.08% মহিলা। বেশিরভাগ দেখা যায় 21-50 বছর বয়স পর্যন্ত জনবসতির অধিক। কম বছরের নীচে শিশুর সংখ্যা প্রায় 32 জন এবং 50 বছরের উপরে জনসংখ্যা প্রায় 18 জন। সুতরাং অঞ্চলটিতে কর্মক্ষম জনসংখ্যা অধিক হওয়ায় এই অঞ্চলটি অর্থনৈতিক দিক থেকে অনেক উন্নত। নীচের Table এ লিঙ্গ ভিত্তিক জনসংখ্যা ও বয়সভিত্তিক জনসংখ্যার তথ্য দেওয়া হল —

Table — লিঙ্গভিত্তিক জনসংখ্যা।

লিঙ্গ	জনসংখ্যা	শতাংশ
পুরুষ	4728	51.92%
মহিলা	4379	48.08%

Table — শিশু ভিত্তিক জনসংখ্যা

লিঙ্গ	জনসংখ্যা	শতাংশ
পুরুষ শিশু	684	0.52%
মহিলা শিশু	612	0.47%

[redacted] মৌজার লিঙ্গভিত্তিক জনসংখ্যা

লিঙ্গভিত্তিক জনসংখ্যা

Orion PAGE: 14 DATE: / /

জীবিকা অর্জন

মূলত স্থানীয় আদিবাসীরা এক কালে জঙ্গল থেকে মধু সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করত। নদীনালা ও খাঁড়িগুলি মৎস্যের উৎকৃষ্ট প্রজননক্ষেত্র। উল্লেখযোগ্য মৎস্যের মধ্যে রয়েছে ভেটকি, ট্যাংরা, কই, আমুর প্রভৃতি। বর্তমানে রপ্তানির সুযোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় বাগদা চিংড়ির চাষ এক বাণিজ্যিক রূপ পেয়েছে। সুন্দরবনের হেনরী দ্বীপ, ঝড়খালি, জম্বুদ্বীপ প্রভৃতিতে বাণিজ্যিক ভাবে চিংড়ি বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় এবং বেসরকারি উদ্যোগে চাষ করা হচ্ছে।

এছাড়াও সুন্দরবনের মধু এদেশের ঐতিহ্য। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সেখানকার মৌচাষিরা কোনো না কোনো ফুলের মধু সংগ্রহ করেন। সুন্দরবনের মধু উৎকৃষ্টমানের। সুন্দরবনে প্রাকৃতিকভাবে জন্ম নেওয়া গরান, খলিশা, কেওড়া, বাইন গাছের ফুল হতে মৌমাছি মধু সংগ্রহ করে। জলবায়ু পরিবর্তনে বিরূপ প্রভাবে গাছে ফুল ভালো না হলে মধু উৎপাদন ব্যাহত হয়। যার ফলে গ্রামে বেশিরভাগ মানুষ জীবিকা অর্জনে ব্যর্থ হয়।

Table — জীবিকাভিত্তিক জনসংখ্যা

শ্রমকর্মী	40%
অর্থিক	20%
নির্ভরশীল জনসংখ্যা	42%

Table — পেশাভিত্তিক কার্যাবলি

নৌ-চালক	60%
মৎস্য বিক্রেতা	30%
ব্যবসায়ী	25%

Teacher's Signature..........

কর্মভিত্তিক জনসংখ্যার বন্টন

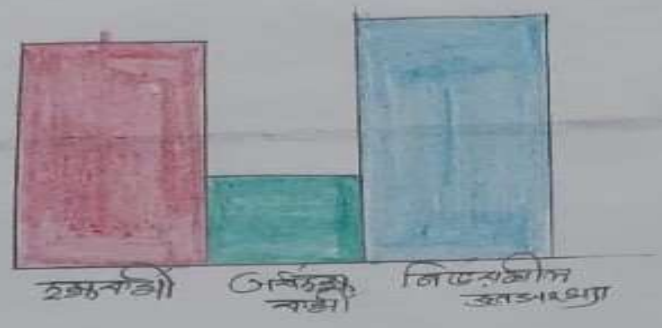

পেশাভিত্তিক কর্মজীবি সংখ্যা

শিক্ষাব্যবস্থা

নারায়ণপুর গ্রামটিতে জনসংখ্যা স্বাক্ষরতার হার পরীক্ষা করে দেখতে পাই এখানকার স্বাক্ষরতা প্রায় 5988 জন মানুষ এবং নিরক্ষর প্রায় 3119 জন মানুষ। স্বাক্ষরতা জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় 3276 জন পুরুষ এবং মহিলা প্রায় 2712 জন। নিম্ন মাধ্যমিক থেকে মাধ্যমিক শ্রেণী পর্যন্ত উত্তীর্ণ। উচ্চ মাধ্যমিক বা স্নাতক শ্রেণির কোনো পুরুষ বা মহিলা শিক্ষার আলো যুক্ত নয়। গ্রাম থেকে প্রায় 1 Km দূরে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। যেখানে প্রথম শ্রেণি থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদান করা হয়। উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সুবিধা লাভ করতে পারে না। যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হলে এবং উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলে এই অঞ্চলের মানুষ উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারে। নীচে Table এ স্বাক্ষরতার ও নিরক্ষরতার হার দেখানো হল।

Table – লিঙ্গভিত্তিক স্বাক্ষরতা

লিঙ্গ	মোট	স্কেল
পুরুষ	3276	6.55
মহিলা	2712	5.42

Table – লিঙ্গভিত্তিক নিরক্ষতা

লিঙ্গ	মোট	স্কেল
পুরুষ	1452	2.90
মহিলা	1662	3.33

চিকিৎসা ব্যবস্থা

সুন্দরবন গ্রামের মানুষেরা ছোটোখাটো চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন ডাক্তারখানা, হোমিওপ্যাথিক কেন্দ্র প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল ছিল। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত দ্বীপে দ্বীপে শুরু হয়েছে এই ডিজিটাল ভ্রাম্যমান স্বাস্থ্য পরিষেবা। রোগীদের জন্য ২৫% ছাড়ে ওষুধের ব্যবস্থা যেমন রাখা হয়েছে। তেমনি ব্লাড সুগার, প্রেশার, ইসিজি হিমোগ্লোবিন পরীক্ষা সহ আরও বেশি কিছু চিকিৎসা পরিষেবা ব্যবস্থা থাকছে এই ভ্রাম্যমান স্বাস্থ্য ক্যাম্পে। তবে এই স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে নয়। ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের মানুষকে এই চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য আইআইটি খড়গপুর ও আইআইটি গুয়াহাটির সাহায্য নেওয়া হচ্ছে।

ধর্ম

[illegible] গ্রামটির অধীক্ষিত জনসংখ্যার প্রায় 100%. হিন্দু শ্রেণীর অন্তর্গত। মূলত হিন্দু ও মুসলমান এই দুই ধর্মের আত্মবদের বসবাস এই কুন্ডুরবনে। মুসলমানদের মধ্যে সেখানে আছে শেখ, আইয়িদ, পাঠান ইত্যাদি। অপরদিকে হিন্দুদের মধ্যে সেখানে দেখা যায় নাপিত, কৈবর্ত, ধোপা, ইত্যাদি শ্রেণীর আত্মবদের। এদের বেশির ভাগই হিন্দুদের শূদ্র গোত্রের।

যোগাযোগ ব্যবস্থা

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত [illegible] গ্রামটির যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটানোর জন্য চার ধরনের রাস্তা নির্মাণ করে আসছে, যেমন ইট পাতা রাস্তা, মোরামের রাস্তা এবং পিচের রাস্তা। দ্বীপাঞ্চল যেখানে তেমন যানবাহন চলাচল করে না, সেই সমস্ত এলাকায় সব ঋতুতে ব্যবহার উপযোগী তিন ধরনের রাস্তা হওয়ার কাজ চলছে। স্থানীয় প্রতিনিধিদের আয়ত্তে এগুলি নির্মাণ ও সংস্কার করা যায়।

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে কুন্ডুরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের যাতায়াত ও মালপত্র আমদানি রপ্তানির ক্ষেত্রে ব্যাপক সুবিধা আছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে মোকাবিলা

সুন্দরবন অঞ্চলে বন্যা নিত্য সমস্যা। 2009 সালে আয়লা ঘূর্ণিঝড়
প্রভৃত বন্যা বিপর্যয় ছিল ভয়াবহ। সুন্দর বনের 54টি দ্বীপের কোনো
না কোনো দ্বীপ বা দ্বীপের অংশ বিশেষ প্রতি বছরে বন্যাপ্লাবিত
হয়। এতে বিপন্ন হয় সুন্দরবনের অসংখ্য মানুষ ও জীবন
জীবিকাও এবং সুন্দরবন অরণ্যটিও। যখন সমুদ্রের জলে
উর্ধ্বজলসীমা ছাপিয়ে উপকূলীয় অঞ্চল প্লাবিত করে। সামুদ্রিক
ঝড়ে জলোচ্ছ্বাস ঘটেও বন্যা হয়। এই জলাধার প্রায় দ্বীপেরেই
বাঁধের ফলে প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

উন্নয়ন পরিকল্পনা

Orion
PAGE: ২১
DATE: / /

নিম্নোক্ত পরিকল্পনাগুলি প্রশাসনিক ও সরকারি উদ্যোগে গ্রহণ করা হলে সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে—

পরিকল্পনা :—

(i) পরিবেশ সংরক্ষণ ও নদীতটের জৈব বৈচিত্র্যকে সংরক্ষিত করে প্রাকৃতিক দারিদ্র্য মুক্তি ঘটানো।
(2) ক্ষেত্রীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রতিস্থাপন।
(3) নদীবাঁধ সংরক্ষণ।
(4) দুর্যোগ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।
(5) সচেতনতা ও তথ্যের সমৃদ্ধি।
(6) জীবিকা নির্বাহ ও বিকল্প আর্থিক সুযোগের ব্যবস্থা।
(7) সুন্দরবনের দুর্যোগ প্রভাবিত অঞ্চলের মানচিত্র প্রস্তুতি ও চিহ্নিত করন।

আঞ্চলিক সমস্যা

সুন্দরবনের আঞ্চলিক সমস্যাকে ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা— (A) প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত সমস্যা।
(B) আর্থ সামাজিক সমস্যা।

*** প্রাকৃতিক সমস্যা :–

i/ বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট অধিকাংশ ঘূর্ণবাত এর প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গের উপকূল অঞ্চল বিশেষত সুন্দরবন অঞ্চল ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

ii/ সুন্দরবন অঞ্চলে বন্যার কারণে অত্যাধিক বৃষ্টির জল নদীপথে সমুদ্রে নেমে যাওয়ার সময়ে জোয়ারের জল ওই নিম্নগামী জলকে মুখোমুখি বাধা দিয়ে বন্যার আবির্ভাব ঘটে।

iii/ আইলোন বা বন্যার সময় অনেক ক্ষেত্রে বাঁধ ভেঙে বা বাঁধ প্লাবিত হয়ে পার্শ্ববর্তী কৃষিজমিকে প্লাবিত করে দেয়, এর ফলে চাষের জমি ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

*** আর্থ সামাজিক সমস্যা :–

i/ সুন্দরবন অঞ্চলে বিভিন্ন কারণে জীববৈচিত্র্য হ্রাস পাচ্ছে। যেমন– বেআইনি ভাবে গাছ কাটা, বেআইনি ভাবে প্রাণী শিকার।

ii/ সুন্দরবনের অর্থনীতির ৭৮ শতাংশ এবং মূল জীবিকার ৫৫ শতাংশ কর্মসংস্থান নির্ভর করে দুর্বিপাকে কৃষি ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত।

iii/ সুন্দরবনে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের প্রতিকার ব্যবস্থা অনুপস্থিতি, কৃষি ও শিল্পে অসংগঠিত বিপণন ব্যবস্থা এবং ক্ষুদ্র বীমা ও কৃষি ব্যবস্থার অভাব আর্থসামাজিক মূল কারণ।

...ভিত্তিক সাক্ষর ও নিরক্ষর জনসংখ্যা ও লিঙ্গভিত্তিক সাক্ষরতার হার

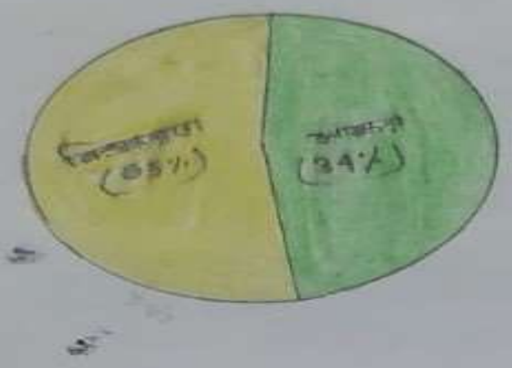

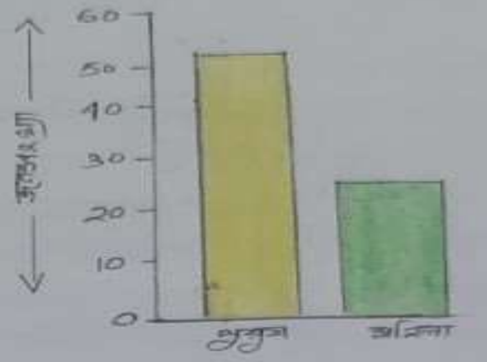

লিঙ্গভিত্তিক শিক্ষাগত যোগ্যতা

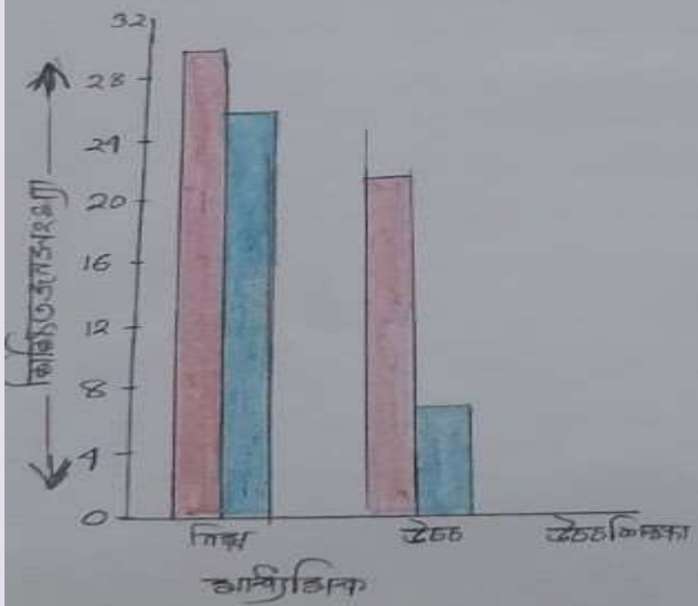

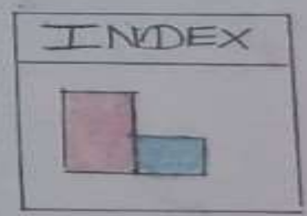

KHATRA ADIBASI MAHAVIDYALAYA
EXCURSION
AT SUNDARBAN
GPS Map Camera
Namkhana, West Bengal, India
Q65G+VJ, Namkhana, West Bengal 743357, India
Lat 21.759904°
Long 88.22683°
17/12/22 04:40 PM
Google

LIFE CYCLE OF SALTWATER CROCODILE
GPS Map Camera
Plot 6Th Portion, West Bengal, India
P8F6+6QP, Plot 6Th Portion, West Bengal 743371, India
Lat 21.723435°
Long 88.312095°
17/12/22 01:47 PM
Google